দৈনিক ইত্তেফাক

JUN. 27 2002

শিক্ষার মান বনাম টিউশনী কোচিং

প্রকাশ–শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেশকিছু পদক্ষেপ নি ত যাইতেছেন। ইহার মধ্যে অন্যতম হইতেছে শিক্ষকদের টিউশনী এবং কোচি বসা নিষিদ্ধ করা। পরিবর্তে ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণে পূর্ণশ্রম ও মনোযোগ দিতে শিক্ষক সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। গত রবিবার শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন ও ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু ঢাকায় সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির এক সেমিনারে এই পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। তাহারা আরো বলিয়াছেন, ঢাকাসহ কোন শহরে কোন শিক্ষক একনাগাড়ে ৮ বছর শিক্ষকতা করিলে তাহাদের গ্রামের স্কুলে বদলী হইতে হইবে এবং শিক্ষকদের শূন্য পদের ৫০ ভাগ মেধাবীদের দ্বারা পূরণ করা হইবে।

বলাবাহুল্য, উল্লেখিত সেমিনারে যে মূল প্রবন্ধটি পাঠ করা হয় উহার শিরোনাম ছিল, "মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মান উন্নয়নগত সমস্যা ও তাহার প্রতিকার।" ইহা সত্য, শিক্ষক যত মেধাবী কিংবা যোগ্য হউন, যুগোপযোগী শিক্ষা-দানের প্রয়োজনে তাহাকে সময় সময়ান্তরে প্রশিক্ষণ নিতেই হইবে। বস্তুতঃ মান-সম্পন্ন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার উপযুক্ত মান। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে শিক্ষার মান যেমন নীচু, শিক্ষকতার মানও তেমনি দুর্বল ও ন্যূন। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা-পরিবেশে শিক্ষাদানের লক্ষ্য মার খাইয়া গিয়াছে একশ্রেণীর শিক্ষকের বাণিজ্য-দৃষ্টিভঙ্গির কাছে। টাকা-পয়সা উপার্জন ছাড়া তাহারা কিছু বোঝেন বলিয়া মনে হয় না। আরো অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁহারা ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণে ফাঁকি দেন এবং বাড়ীতে অথবা কোচিং সেন্টারে গিয়া একই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেন। অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষকই এখন ক্লাসে যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক বেতনে ব্যাচে কিংবা কোচিং সেন্টারে পড়িতে বাধ্য করিতেছেন। বাস্তবে সারা বাংলাদেশে ইহাই ঘটিতেছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরও এখন আর কোচিং ছাড়া পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব নয়। কিন্তু অতীতে শিক্ষকেরা যখন প্রশিক্ষণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তখন ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভ করিত। তাহার পর যাহারা ব্যক্তিগতভাবে ক্লাসের বাইরে শিক্ষকদের দ্বারস্থ হইত তাহাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তখন শিক্ষাদান কখনো ব্যবসা হিসাবে গণ্য হইত না বর্তমানের মত। এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্বভাবতঃ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। ব্যাচে কিংবা কোচিং সেন্টারে উচ্চ বেতনে পড়িয়া যদি ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করিতে হয় তাহা হইলে সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া স্কুল ও শিক্ষক পোষণ করিতেছেন কেন? আগে যেভাবে স্কুল অভিভাবকদের অর্থে পরিচালিত হইতে সেইভাবে স্কুলগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইলে সেখানে কোচিং সেন্টার খুলিয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ চলিতে পারে।

শিক্ষকদের টিউশনী ও কোচিং প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার পক্ষে-বিপক্ষে সেখানে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হইয়াছে। বাংলাদেশে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হইলে এখানেও শিক্ষকেরা বাধা প্রদান করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা দুর্বল ও অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসের প্রশিক্ষণ দ্বারা দুর্বলতা দূর করিতে পারে না। তাহাদের ক্লাসের বাইরেও কিছু সাহায্য প্রয়োজন। ইহা বাস্তব। তাহা হইলেও একশ্রেণীর শিক্ষক বাংলাদেশে যেভাবে ক্লাস ফাঁকি দিয়া কোচিং ব্যবসায়ে নামিয়াছে তাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে সরকারের যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান নামিয়া যাওয়ার পশ্চাতে একশ্রেণীর শিক্ষকের বাড়তি উপার্জন প্রচেষ্টা ও টিউশনী কোচিং প্রধানত দায়ী তাহা স্বীকার্য। তবে ইহার বাহিরেও একাধিক কারণ রহিয়াছে। যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার যে প্রাথমিক সোপান সেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূর্বের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অসততার প্রশ্রয় দিয়া নিম্নমানের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ইহারা যে শিক্ষা দান করেন তাহা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে কখনো সহায়ক হয় না। অন্যদিকে স্কুল পরিদর্শক ও উপরের শিক্ষা কর্মকর্তাদের একাংশের দুর্নীতিপরায়ণতাও এই অবস্থার জন্য কম দায়ী নয়। উল্লেখ অনাবশ্যক, মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের আশ্রয় নেওয়ার পিছনে একশ্রেণীর শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দুর্বলতা, বাণিজ্য-দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষার ডিগ্রী-সর্বস্বতার কারণগুলিই বহুলাংশে দায়ী। শিশুবর্ষ বা ক্লাস ওয়ান হইতে সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হইলে আমাদের বিশ্বাস, এসএসসিতে কোন ছাত্র-ছাত্রীর পাস করিতে নকলের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সে জন্য আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সঠিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। কেননা ক্লাস ফাইভ হইতে ছাত্র-ছাত্রীরা পাকা হইয়া আসিলে তাহাদের মাধ্যমিক ক্লাসে অসুবিধা হইবে না। ❑